ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 90 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪৬ ● কলকাতা ● ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 53

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"যে রকম চিত্ত অতৃপ্তির জন্য ভবিষ্যত কালে যায়, সেরকমই সে অতীতকালেও যায়। যখন এক বালক জন্ম নেয়, তখন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তার পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে আর সে পূর্বজন্মের অতীতকালেই থাকে। পরে ধীরে ধীরে তার ঐ অতীতকাল মনে থাকে না কারণ এই জন্মের অনুভবের প্রলেপ পড়তে শুরু হয়ে যায়। যেরকম আমরা ঘর থেকে বেরোবার সময় 'পরিষ্কার কাপড়' পরে বেরোই, আর যেমন যেমন আমাদের সফর এগিয়ে চলে, তেমন তেমন আমাদের পরিষ্কার কাপড় ময়লা হতে থাকে। সফরের রাস্তায় পরিষ্কার কাপড়ে দাগ, ময়লা, ধূলা লাগতে থাকে আর সাদা কাপড়ও মলিন হয়ে যায়। **ক্রমশঃ**

প্রধানমন্ত্রী ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্স, ২০২৫-এর উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কলকাতায় ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্স (সিসিসি), ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। সশস্ত্র বাহিনীগুলির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে এবারের মূল ভাবনা – 'ইয়ার অফ রিফর্মস – ট্রান্সফর্মিং ফর দ্য ফিউচার' (একগুচ্ছ সংস্কারের বাস্তবায়নের বছর – ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্তন)। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ ও প্রতিরক্ষা সচিব উপস্থিত থাকবেন। তিন সশস্ত্র বাহিনীর আধিকারিকরা ছাড়াও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরাও সম্মেলনে যোগ দেবেন। সিসিসি, ২০২৫-এ সংস্কার, পরিবর্তন এবং পরিচালনগত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মূক ও বধির কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দিল ফালাকাটা থানার পুলিশ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা থানার পুলিশের ফের মানবিক তৎপরতা প্রকাশ্যে আসল। এক মূক ও বধির কিশোরকে ৬ঘন্টার চেষ্টায় বাড়িতে পৌঁছে দিল পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ওই কিশোরের বাবা,মা। এলাকাবাসীও খুশি।পুলিশ সূত্রের খবর,সোমবার রাতে ৬বছরের ওই কিশোরকে ফালাকাটা-মাদারিহাট সড়কের পাঁচ মাইলে দেখতে পায় পুলিশ। কিন্তু ছেলেটি কোনো কথা বলতে পারছিল না। কানেও শোনে না। থানার ডিউটি অফিসার এ এসআই তাপস রায় এবং এস আই সন্দীপন মিত্রের প্রচেষ্টায় মুখ বধির কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।পুলিশ সূত্রে জানা যায়,ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ওই মূখ বধির ছেলেটির নামে থানায় কোন মিছিং ডাইরি জমা পড়েনি। অপরদিকে দুজন পুলিশ অফিসার চিন্তায় পড়ে গেছেন,ওই ছেলেটিকে কতক্ষণে পৌঁছে দিবেন তার বাড়িতে।তখন একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায় ছেলেটির আকার ইঙ্গিত। সেই ভরসায় ছেলেটিকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে বাগানবাড়ি,জটেশ্বর,এথেলবাড়ি,বীরপাড়া পর্যন্ত পুলিশের গাড়ি যায়। কিন্তু এইসব এলাকায় যে ওর বাড়ি না তা ইশারায় সে বলে দেয়। তারপর বীরপাড়া থেকে পুলিশের গাড়ি যায় গোপালপুর চা বাগানের দিকে। তখন সে বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দেয়। এভাবেই পুলিশ এদিন ওই কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। আর ছেলেকে পেয়ে খুশি গোটা পরিবার। কিশোরের বাবা যুবরাজ গোয়ালা বলেন,'ও ফুটবল খেলা দেখতে গেছিল। ওর হাতে দশ টাকা দিয়েছিলাম কিছু কিনে খাওয়ার জন্য। তারপর সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়। ছেলে আর বাড়ি আসেনি। আমি বীরপাড়া থানাতেও গেছিলাম। রাতে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। পরে দেখি পুলিশের গাড়িতে ছেলে বাড়িতে আসল। পুলিশ খুব ভালো কাজ করেছে।' তিনি জানান,এর আগেও ছেলে কয়েকবার হারিয়ে গেছিল। আবার বাড়ি চলেও এসেছিল। তবে এবারই প্রথম বাড়ি থেকে সে অনেক দূরে চলে যায়। জানা গেল,গোপালপুর চা বাগান থেকে ফালাকাটার পাচ মাইলের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। এত দূর রাস্তা সে কীভাবে আসল সেটাই ভাবাচ্ছে সকলকে। কিন্তু ও যেহেতু কথা বলতে পারে না তাই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন,'ডিউটি অফিসার এ এসআই তাপস রায় ছেলেটিকে পায়। ও কথা বলতে পারে না। কানেও শোনে না। তারপর আকার ইঙ্গিতের উপর ভরসা করে এএসআই তাপস রায় এবং এসআই সন্দীপন মিত্রের ৬ঘন্টার চেষ্টায় ছেলেটিকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।'

তেহট্টে বালকের দেহ উদ্ধারের পর কেন রোখা গেল না গণপিটুনি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

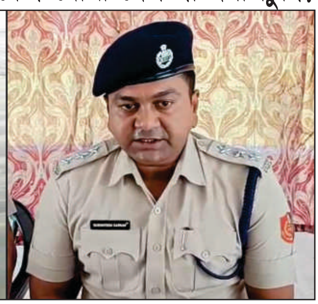

বছর নয়েকের বালকের দেহ উদ্ধার। বদলা নিতে অভিযুক্ত সন্দেহে দম্পতিকে গণধোলাই। শেষমেশ প্রাণ যায় তাঁদের। গত শনিবার এই ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় নদিয়ার তেহট্টে। অনেকেই দাবি করেন, পুলিশ সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি বলেই পরিস্থিতি এতটা বেগতিক হয়। গাফিলতির অভিযোগ উড়িয়ে সোমবার আসল কারণ ব্যাখ্যা করলেন এসডিপিও শুভতোষ সরকার।তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় মোট দু'টি মামলা রুজু হয়েছে। একটি খুনের। অপরটি গণপিটুনির। খুনের ঘটনায় মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গণপিটুনির ঘটনায় ২০০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। পুলিশের জালে ৩ জন। তবে কীভাবে মৃত্যু হল বালকের? অপহরণের চেষ্টায় বাধা পেয়ে খুন নাকি অন্য কিছু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের দাবি, এখনও তদন্ত চলছে।তিনি বলেন, "গত শুক্রবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই বালক। রাতে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই খোঁজখবর শুরু হয়। পাওয়া যায়নি। পরদিন ভোর পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তার দেহ ডোবা থেকে পাওয়া যায়। সন্দেহের বশে পাশের বাড়ির দম্পতিকে মারধর করতে শুরু করেন স্থানীয়রা। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতে যারপরনাই চেষ্টা করেছিল। উন্মত্ত জনতা তাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিতে দেয়নি। দমকলও যেতে পারেনি।"

৮২তম ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সেরা পরিচালকের খেতাব জয়ী অনুপর্ণাকে শুভেচ্ছা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- কিছুটা দেরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অনুপর্ণাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুলে যান নি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাঙালি কন্যার জয়জয়কার। ৮২তম ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অরিজন্তি বিভাগে সেরা পরিচালকের খেতাব জয় চিত্রপরিচালক অনুপর্ণা রায়ের। সোমবার X হ্যান্ডেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা লেখেন, "আমাদের পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা রায়-এর অসাধারণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার খবরে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমি তাঁকে, তাঁর মা-বাবাকে, তাঁর সকল বন্ধু-সহযোগীকে অভিনন্দন জানাই।"

তিনি আরো লেখেন, "অনুপর্ণা বিশ্বখ্যাত ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁর শাখায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন, চলচ্চিত্রের জগতে যেটাকে কার্যত পৃথিবী জয় বলা যায়।এই শাখায় এই সম্মান তাঁর আগে কোনো ভারতীয় পরিচালক পান নি। তাঁর মা-বাবা কুলটিতে থাকেন, তাঁদের শিকড় আছে জঙ্গলমহলে, রাঙামাটিতে। আমি মনে করি, তাঁর মুকুটপ্রাপ্তি আমাদের বাংলার মেয়েদের জয়।" মুখ্যমন্ত্রী চান, "অনুপর্ণা অনেক এগিয়ে যান, আমাদের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন।"নিতুড়িয়ার সরবড়ির কাছে নারায়ণপুরের একসময়ের বাসিন্দা অনুপর্ণা। এলাকার সকলে তাঁকে 'মাম্পি' নামেই চেনেন। নিতুড়িয়ার রানিপুর হাইস্কুলের ছাত্রী। ফার্স্ট ডিভিশন হয়নি মাধ্যমিকে। তাই বাবা-মা ইংরেজি শিক্ষক মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর তারপরেই যেন একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে কিশোরী মেয়ে অনুপর্ণার জীবন। মামা নীলোৎপল সিংহের হাত ধরে ইংরেজি সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বোপরি জীবনকে অন্যভাবে দেখার ভাবনা যেন গেঁথে যায় তাঁর মনে। তাই গতানুগতিক পথে না হেঁটে দু'দুটো নামি কর্পোরেট কোম্পানির চাকরি ছেড়ে সিনেমা তৈরির কাজে মন দেন। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের শিরোপা পেয়ে সোশাল মিডিয়ায় অনুপর্ণা লেখেন, "মামা মাই ফার্স্ট টিচার।"

মোদী ও অমিত শাহের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ালেন তৃণমূল ছাত্রপরিষদ - তবে ভুল করে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

পড়ানো হচ্ছিলো মোদী ও অমিত শাহর ছবি। মধ্যদিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো রবীন্দ্রনাথের ছবি। অবশ্য পরে বলেছে - ভুল করে হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে যারা ছবি পোড়ালেন তারা কি সত্যি রবীন্দ্রনাথকে চেনেন? মালদহের চাঁচলের ঘটনা। এর একাধিক ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। তা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে শাসকদলকে বিঁধতে শুরু করেছে বিজেপি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের মঞ্চ খুলে দিয়েছিল সেনা। সেই ঘটনার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে নেমেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

চাঁচল কলেজের সামনে বাংলার মনীষীদের ছবি হাতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন সংগঠনের সদস্যেরা। তার মাঝেই মোদী-শাহের ছবি পোড়াতে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দেন। যদিও বিষয়টি নজরে আসতেই আগুন নিবিয়ে দেন তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গিয়েছে! বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার নামে কর্মসূচি করতে গিয়ে চরম লজ্জাজনক কাজ করেছে। এটাই তৃণমূলীদের আসল চেহারা। এটাই কি তৃণমূলের বাঙালি 'অস্মিতা'?"

কালীপুজোর আগেই চালু হচ্ছে নতুন এক 'বন্দে ভারত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লী:- রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে রবিবার জানানো হয়েছে। এবার দিল্লি থেকে প্রয়াগরাজ হয়ে পাটনা রুটে নতুন বন্দেভারত। একদম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে দিওয়ালির আগেই। ইতিমধ্যেই বন্দে ভারতের টিকিট বুকিং নিয়ে বড় উদ্যোগ নিয়েছে রেল। বিভিন্ন রুটে কোচ সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। আর এবার আরও এক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রেলমন্ত্রকের তরফে। এবার চেয়ার কারের সঙ্গে সঙ্গে স্লিপার ট্রেনও আসতে চলেছে বন্দে ভারতে (Vande Bharat)। শুরু হতে

চলেছে উৎসবের মরশুম। জানা গিয়েছে, দীপাবলির আগেই চালু হয়ে যাবে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। দিল্লি থেকে প্রয়াগরাজ হয়ে পটনা পর্যন্ত যাবে এই ট্রেন। জানা গিয়েছে, ট্রেনের অভ্যন্তর সাজানো হয়েছে বিমানের মতো করে। আধুনিক আইসিএফ প্রযুক্তির ট্রেনটিতে থাকছে অটোমেটিক দরজা, এলইডি স্ক্রিন, সিসিটিভি এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা। ঘন্টায় ১৮০ কিমি বেগে চলবে এই বন্দে ভারত (Vande Bharat) স্লিপার। রেল সূত্রে খবর, রাত আটটায় পটনা থেকে রওনা হয়ে সকাল সাড়ে সাতটায় দিল্লি পৌঁছাবে ট্রেনটি। পটনা থেকে দিল্লি, প্রয়াগরাজ হয়ে রুটের মোট দূরত্ব প্রায় ১০০০-১১০০ কিমি। এই দূরত্ব যেতে রাজধানী এক্সপ্রেস সময় নেয় প্রায় ২৩ ঘন্টা। কিন্তু বন্দে ভারতে চেপে মাত্র সাড়ে ১১ ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যাবে গন্তব্যে। এখনও পর্যন্ত যেমনটা শোনা যাচ্ছে, রাজধানীর তুলনায় দাম ১০-১৫ শতাংশ বেশি হতে পারে।

সম্পাদকীয়

এসসিও বাণিজ্য মন্ত্রীদের বৈঠকে ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কেন্দ্রিক স্বচ্ছ বাণিজ্য পদ্ধতিতে দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় জানিয়েছে

৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ ব্লাডিভস্টকে আয়োজিত এসসিও বাণিজ্য মন্ত্রীদের বৈঠকে সকলের একইরকম সমৃদ্ধির জন্য সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-র সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধি করার উপায়ের ওপর জোর দিয়েছে ভারত এবং আলোকপাত করেছে রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ, নির্ভরতা হ্রাস এবং দৃঢ় সরবরাহ শৃঙ্খল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার ওপর। বিশ্বের জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ১৭.২ শতাংশ এসসিও-র দখলে। সেই কারণে ভারত বাণিজ্য বৃদ্ধি, অসুবিধা দূরীকরণ এবং গোটা অঞ্চল জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে সম্মিলিত পদক্ষেপের গুরুত্বে জোর দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্য দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অমিতাভ কুমার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে মুক্ত, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈষম্যবিহীন বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে মৌলিক ভাবনায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। উন্নয়নকেন্দ্রিক কর্মসূচি যাতে খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যের জন্য পাবলিক স্টক হোল্ডিং (পিএসএইচ) সংক্রান্ত স্থায়ী সমাধানের পাশাপাশি থাকবে বিকাশশীল দেশগুলির জন্য কার্যকরী স্পেশাল অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট (এসঅ্যান্ডডিটি) এবং ডব্লুটিও বিবাদের পুরোপুরি কার্যকর দ্বিস্তরীয় নিষ্পত্তি ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার। তিনি আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলে এমএসএমই-তে আরও বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণে সাহায্য করতে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি জোরদার করতে পরিষেবা বাণিজ্য এবং জাতীয় আইন এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষ পেশাদারদের অস্থায়ী যাতায়াত করার ভূমিকার ওপর জোর দেন।

ভারত জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সীমান্ত সংহতির নীতি বজায় রেখে ভৌগোলিক বিস্তার, একে অন্যের ব্যবহার্য লজিস্টিক, অনুমানযোগ্য বাজারের সুবিধা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরবরাহ ও উৎপাদন শৃঙ্খলের বৈচিত্রকরণ এবং ঝুঁকি দূরীকরণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাগাতার ঘটে চলা বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার মোকাবিলা করতে হবে আরও বেশি করে বিপণনের সুবিধা, মান বজায় রাখতে সহযোগিতা এবং সুষ্ঠু বাণিজ্যিক সুবিধার মাধ্যমে।

ডিজিটাল অর্থনীতি বিষয়ে ভারত ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং অনুমানযোগ্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থার জন্য স্বেচ্ছা সহযোগিতা এবং সুরক্ষিত উদ্ভাবননির্ভর ডিজিটালাইজেশনে সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে।

সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত জোর দিয়েছে সাম্য এবং কমন বাট ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপনসেবিলিটিজ অ্যান্ড রেসপেকটিভ ক্যাপাবেলিটিজ (সিবিডিআর-আরসি)-এর ওপর। ভারত তুলে ধরেছে মিশন লাইফ বা লাইফ স্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট উদ্যোগকে এবং বলেছে যে, জলবায়ু সংক্রান্ত কাজে অর্থ এবং সুলভে প্রযুক্তি সাহায্য দিতেই হবে।

কর্মসংস্থান, রপ্তানি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি ইঞ্জিন হিসেবে অ্যানিমেশন ভিজুয়াল এফেক্ট গেমিং এবং কমিক্স (এভিজিসি) ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছে ভারত। এবছরের গোড়ায় প্রথম ওয়েভস ২০২৫-এর সফল আয়োজনের কথা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ১০০-র বেশি দেশের মানুষ অংশ নেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ তালুক হিসেবে ভারত নিজের জায়গা করে নিয়েছে, জানানো হয়েছে তাও।

ভারত বিস্তৃত বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাস্তব সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসসিও সরকার প্রধানদের পরিষদের রুশ সভাপতিত্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। অঞ্চল জুড়ে সুস্থায়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি বৃদ্ধির প্রসারে ২০২৬-২৭-এ তাজিকিস্তানের সভাপতিত্বে সহযোগিতা করার দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় জানিয়েছে ভারত।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষোলোতম পর্ব)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে।।

এই সময়ের যে কিংবদন্তীটি শোনা যায় সেটা হল বর্তমান কালীমন্দিরের কাছেই অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করতেন।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় তিনি গঙ্গার তীরে বসে সন্ধ্যা বন্দনাদি করছেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা। আগে কখনো এমন আলো তাঁর চোখে পড়ে নি। সেই আলোকে অনুসরণ করে তিনি বর্তমান কালীকুন্ডের কাছে উপস্থিত হলেন।

কালীকুন্ড- তীরে কালীর মুখ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৫ লক্ষ টাকা জমা রেখে কুনালকে যেতে হবে বিদেশে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:-এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ সারদা মামলায় জামিনে বাইরে রয়েছেন। জামিনের প্রধান শর্ত ছিল আদালতের অনুমতি ছাড়া কুনাল ঘোষ বিদেশে যেতে পারবেন না। সাংস্কৃতিক এবং আনুষঙ্গিক কর্মসূচিতে আগামী অক্টোবরে লন্ডন এবং আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার কথা কুণাল ঘোষের। সেই সংক্রান্ত অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী। সিবিআই আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, কুণাল ঘোষ সবসময়ই নিয়ম মেনে চলেন। সবদিক খতিয়ে দেখে হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদককে বিদেশ সফরের অনুমতি দেন।

গতবারের মতো এবারও বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কুণাল ঘোষকে আদালতে ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখতে বলা হয়। সেই অনুযায়ী তিনি আদালতে টাকা জমা রাখেন। বিদেশ সফর সেরে ফেরার পর আবার ওই

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

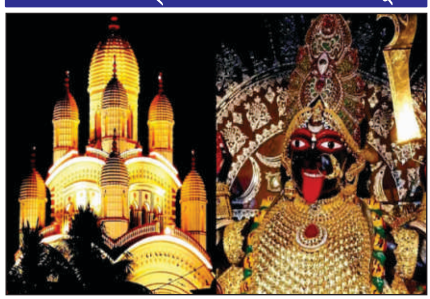

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার দুই হাতে বজ্র ও অপর হাতে কপাল শোভিত হইয়া থাকে। সম্বর দেবতা বর্ণমালার সমস্ত অক্ষরের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হন। ইঁহার আর একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি কল্পিত হয়। সম্বর, পালযুগ। দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আছে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

১৩ বছরে পড়লো সোনাগাছির দুর্গাপুজো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- সোনাগাছি' নামটাই অনেকের কাছে ব্রাত্য। কিন্তু বিশ্বের আদিমতম এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মহিলার জীবন ও জীবিকার লড়াই এই পেশা।দিনের পর দিন উমার আরাধনায় ব্রাত্য ছিলেন তাঁরাই। বিশ্বে যেখানেই বাঙালি, সেখানেই দুর্গা আরাধনা! অথচ যৌনকর্মীদের সন্তানরা সেই আলো থেকে দূরেই থাকতেন। তবে সেই দিন ঘুচেছে। মায়ের পুজোয় মেতে ওঠে সোনাগাছি। এবার তাদের ত্রয়োদশ বর্ষের পুজো। এই তেরোটি বছর শুধু পুজোর তেরো বছর নয়, এই তেরো বছর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের তেরো বছর। বর্ষা শেষে শরৎ এলে দেবীর বাপের বাড়ি আসার দিন এগিয়ে আসে। কিন্তু তেরো বছর আগে পর্যন্ত মাকে দেখতে মণ্ডপে যেতে পারতেন না সোনাগাছির মেয়েরা। দেবীপক্ষে নারীশক্তির এই অপমান মানতে পারেনি তাঁরা। নিজেদের এলাকাতেই দুর্গার আরাধনার সিদ্ধান্ত নেন যৌনকর্মীরা। তাতেও আপত্তি। রাতে তাঁদের শরীর ছিঁড়ে খাওয়া 'ভদ্রবাবুরা'ই প্রশ্ন তোলেন পতিতারা করবে মায়ের পুজো? টানা তিনবছর চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে পুজো হয়েছে। কিন্তু তা থামানো যায়নি। তাঁরা হার মানেন নি। তাঁদের রক্তে যে দুর্গার শক্তি। হাই কোর্টের দারস্থ হন তাঁরা। ২০১৭ সালে মেলে অনুমতি। চতুর্থীর দিন সোনাগাছির দুর্গাপুজোর সূচনা। শাস্ত্রীয় নিয়মে শুরু হয় দেবীর বোধন। সপ্তমীয় ভোরে গঙ্গা থেকে জল আনা হয়, কলাবউ স্নান করিয়ে দেবীর ডান পাশে স্থাপন করা হয়। এদিন থেকেকেই দেবীর পূজা শুরু হয়ে অষ্টমীর সকালে পুষ্পাঞ্জলি। সোনাগাছির দুর্গামণ্ডপে তখন

পুজোর আগেই শেষ হবে ডিএ মামলার শুনানি

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

রাজ্যসরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে কয়েক বছর ধরেই চলেছে হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে শুনানি। কিন্তু নানা কারণে কিছুতেই শুনানি শেষ হচ্ছে না। সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, দুপুর ২টোয় সুপ্রিম কোর্টে উঠতে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সোমে বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বিশেষ বেঞ্চে এই মামলা উঠবে। এরই মধ্যে আশার খবর শোনালেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়। মলয়বাবুর আশা, পুজোর আগেই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মামলার শুনানি শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, চূড়ান্ত রায়দান হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। পাশাপাশি পুজোর পরে ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায় আসতে পারে বলে আশাবাদী তিনি।আজ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলা কোন মোড় নেয় সেদিকে নজর রয়েছে সকলের। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এবারের ডিএ মামলাটি "পার্ট হার্ড" (Part Heard) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর অর্থ, যে বেঞ্চ এই মামলার শুনানি শুরু করেছে, সেই বেঞ্চই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। সুপ্রিম কোর্টের ১১-তে এই বিশেষ বেঞ্চ ডিএ মামলাটি উঠবে। তবে ডিএ মামলার শুনানির আগে যে মামলার শুনানি হবে, সেটি 'পার্ট-হার্ড ম্যাটার'। অর্থাৎ, মামলাটির শুনানি আগে শুরু হয়েছে, যা বর্তমানে অসমাপ্ত রয়েছে। এই মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী নতুন মামলা যেহেতু শুরু হবে না। সেক্ষেত্রে ডিএ মামলা ফের পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সস্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে ফের আজব অভিযোগ করলেন হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

শুরু করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মাঝে কিছুটা সরে গিয়েছিলেন। আবার সেই তত্ত্ব সামনে আনলেন পিটার নাভারো। রাশিয়া থেকে তেল কিনে ইউক্রেনীয়দের হত্যা করছে ভারত! নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে ফের আজব অভিযোগ করলেন হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। এর আগে রুশ তেল কেনা নিয়ে ভারতকে একাধিকবার আক্রমণ করেছেন নাভারো। এবার সরাসরি তিনি বললেন, "রাশিয়া থেকে তেল কিনে ইউক্রেনীয়দের

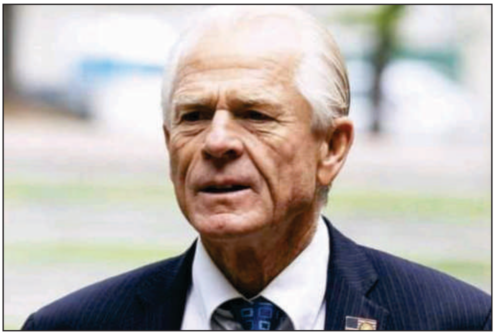

মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে ভারত।" রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে নাভারো লেখেন, 'ভারত কেবল মুনাফার জন্য রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে আগে নয়াদিল্লি মস্কো থেকে তেল কেনেনি। ভারত সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করছে। ইউক্রেনীয়দের হত্যা করা বন্ধ করুন। আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নেওয়া বন্ধ করুন।'

দিনকয়েক আগে নাভারো বলেন, "ভারতের রুশ তেলের দরকার নেই। কেবল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যই রুশ তেল কিনছে ভারত।" তাঁর মতে, ২০২২ সালে রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা শুরু করল, তার আগে ভারত নিজেদের প্রয়োজনের মাত্র ১ শতাংশ তেল কিনত রাশিয়া থেকে। কিন্তু বর্তমানে সেটা ৩৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, "আসলে ভারতের রুশ তেলের দরকার নেই। এখন ওরা মুনাফা লোটার ছক কষছে। ক্রেমলিনের লন্ড্রি হিসাবে কাজ করছে ভারত।"

(৪ পাতার পর)

৫ লক্ষ টাকা জমা রেখে কুনালকে যেতে হবে বিদেশে

টাকা ফেরত পাবেন। প্রসঙ্গত, গত ২০১৭ সালে সারদা মামলায় জামিন পান কুণাল ঘোষ। তবে জামিনের শর্ত অনুযায়ী, তাঁর পাসপোর্ট জমা ছিল সিবিআইয়ের কাছে। ৬ বছর পর গত ২০২৩ সালে কুণাল প্রথমবার বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। কলকাতা হাই কোর্ট শর্তসাপেক্ষে সেই অনুমতি দেয়। এরপর একাধিকবার বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। চলতি বছরের গত মার্চেও লন্ডন সফরের জন্য অনুমতি চান। সেবারও তাঁকে অনুমতি দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। এবারও সেই শর্তেই সোমবার কুনাল ঘোষকে বিদেশে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

ইইপিসি ইন্ডিয়ার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি) ইন্ডিয়ার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীমতী মুর্মু বলেন, প্রাচীনকালে ভারত আধ্যাত্মিকতা ও বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দিত। ভারত'কে আবারও জ্ঞান ও বাণিজ্যের শীর্ষ স্থানীয় কেন্দ্রে পরিণত করা এখন দেশের সকল নাগরিকের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে ইইপিসি'র এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা উচিৎ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, গত ১০ বছরে ভারতের প্রকৌশল রপ্তানী ৭০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১১৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে। এক্ষেত্রে অবদানের জন্য ইইপিসি'র প্রশংসা করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ইইপিসি, আন্তর্জাতিক বাজার এবং ভারতীয় উৎপাদকদের মধ্যে একটি সেতু। আমাদের দেশে বর্তমান সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলিকে সুযোগে রূপান্তরিত করার উপর জোর দেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কম খরচে উচ্চ মানের ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবা এবং পণ্য উৎপাদন ভারতের বিশেষ শক্তি। ইইপিসি'র মতো অংশীদারদের উচিৎ যথাযথ উৎসাহ ও বাস্তুতন্ত্র প্রদানের মাধ্যমে ভারত'কে একটি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। রাষ্ট্রপতি ইইপিসি'র সব অংশীদারদের দেশে উপলব্ধ প্রতিভা ও শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য সঠিক বাস্তুতন্ত্র প্রদান করে ভারত'কে একটি শীর্ষ স্থানীয় উদ্ভাবনী অর্থনীতিতে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিতে আহ্বান জানান।

(১ম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্স, ২০২৫-এর উদ্বোধন করবেন

আলোচনা করা হবে। এর মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নিবিড় সমন্বয়, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের মতো বিষয়ে অঙ্গীকার প্রতিফলিত হবে। এই সম্মেলনে উচ্চস্তরে বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে পরিচালনার বিষয়টিও স্থান পাবে। এর মধ্য দিয়ে জটিল ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীগুলি কতটা নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সেই বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হবে।

সিসিসি সশস্ত্র বাহিনীগুলির সর্বোচ্চ স্তরের একটি ফোরাম। এই ফোরামে দেশের শীর্ষস্থানীয় সামরিক এবং অসামরিক নেতৃবৃন্দ কৌশলগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করে থাকেন।

সিনেমার খবর

রাজনীতি ছেড়ে অভিনয়ে ফেরার ইঙ্গিত কঙ্গনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনীতিতে মন টিকছে না, আগেই দিয়েছিলেন সেই ইঙ্গিত। কঙ্গনা রানাওয়াত জানিয়েছিলেন যে, রাজনীতিতে এত কাজ করতে হয় তা তার ধারণাই ছিল না। তাহলে কি আবারও অভিনয়ে ফিরছেন মান্ডির সাংসদ?

কঙ্গনার শেষ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে সফল হতে পারেনি। কিন্তু, তার অভিনয় দক্ষতা নিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তোলেননি। 'গ্যাংস্টার', 'ফ্যাশন', 'কুইন', 'তনু ওয়েড্‌স মনু'র মতো ছবির জন্য বার বার প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।

এ বার নাকি নিজেরই বেশ কয়েকটি ছবির সিকুয়েল নিয়ে অভিনয়ে ফিরতে চলেছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, চলতি বছরের নভেম্বরেই 'কুইন ২' ছবির শুটিং শুরু করতে চলেছেন তিনি। ছবির চিত্রনাট্যও তৈরি হয়ে গেছে। লন্ডনে ছবির প্রস্তুতি চলছে বলে খবর। আগের ছবিটির মতোই ভারত ও লন্ডনে ছবির শুটিং হবে।

বলিউডের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'তনু ওয়েড্‌স মনু' ছবির তৃতীয় অংশের জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছেন কঙ্গনা। 'তনু ওয়েড্‌স মনু রিটার্ন্স' ছবিটিও বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছিল। ২০২৬ সালে এই ছবির তৃতীয় অংশের শুটিং শুরু হবে বলে জানা যাচ্ছে।

'কুইন ২'-এর শুটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ এল রাই-এর এই ছবির কাজ শুরু করবেন কঙ্গনা। অভিনেত্রীর বিপরীতে এ বারও দেখা যাবে আর মাধবনকে। তবে এখনও এই প্রসঙ্গে ছবির নির্মাতারা বা কঙ্গনা, কেউই মুখ খোলেননি।

২০২৪ সালে বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ে সাংসদ নির্বাচিত হন কঙ্গনা। বছর ঘুরতেই রাজনীতি নিয়ে তৈরি হওয়া আক্ষেপ এক এক করে ভাগ করে নিয়েছিলেন কঙ্গনা। নালা পরিষ্কার করা ও রাস্তা সাফাই করার মতো সমস্যা নিয়ে তার দ্বারস্থ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, যা মোটেই পছন্দ হয়নি কঙ্গনার।

রাজনীতি করে রোজগারের পরিমাণ নিয়েও সন্তুষ্ট নন তিনি। অভিনেত্রী ভেবেছিলেন, বেশ হালকা চালেই রাজনীতি সংক্রান্ত নানা কাজ করতে পারবেন। খুব বেশি মাথা ঘামানোর বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ক্রমশ বুঝেছেন, তার ধারণা ভুল। কঙ্গনার এই মন্তব্যে নাকি বেশ অস্বস্তিতেও পড়েছিল পদ্মশিবির।

'দুই বাচ্চার মা' মন্তব্যে ক্ষুব্ধ শুভশ্রী, পাল্টা জবাব দেবকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় জুটি দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলী দীর্ঘ ১০ বছর পর আবারও বড় পর্দায় ফিরেছিলেন বহুল আলোচিত সিনেমা 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে। ১৪ আগস্ট মুক্তির পর থেকে ছবিটি টালিউডে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে।

তবে সিনেমার সাফল্যের আনন্দের মাঝেই বিতর্ক ছড়িয়েছে দেবের একটি মন্তব্য ঘিরে। এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, যদি 'ধূমকেতু' ২০২৫ সালে নির্মিত হতো তবে তিনি শুভশ্রীকে নায়িকা হিসেবে নিতেন কি না? উত্তরে দেব বলেন, শুভশ্রী ইতোমধ্যেই "দুই বাচ্চার মা", ফলে তাঁর মুখের ইনোসেন্স বা সারল্য নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নায়িকা হিসেবে নয়, বরং কোনো পার্শ্ব চরিত্রে নিলেও নিতে পারতেন।

নায়কের এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শুভশ্রী গাঙ্গুলী। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "কী বলি? একটা সেন্সেবল মানুষ কীভাবে এ ধরনের কথা বলে? আমার পার্শ্ব চরিত্র করতে কোনো সমস্যা নেই। আমি মা হয়েছি, সন্তান করেছি—আমার কাছে চরিত্রটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এরকম অসম্মানসূচক মন্তব্য, যেখানে তুমি আমার সঙ্গে ছবির প্রচার করছ, সেটা কিভাবে সম্ভব?"

এমন প্রশ্নে শুভশ্রীর উত্তরে প্রকাশ পেয়েছে আক্ষেপও। সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ভবিষ্যতে কি আবার দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে দেখা যাবে? উত্তরে নায়িকা খানিকটা কড়া সুরেই বলেন, "বাবা, আমি এসব জানি না। মা হয়ে গেছি, মুখে সারল্য নেই।"

প্রসঙ্গত, দেব-শুভশ্রী একসময় শুধু পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও ছিলেন অন্যতম আলোচিত জুটি। তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেট। কিন্তু মতের অমিল থাকায় বিচ্ছেদ ঘটে। তবু বিচ্ছেদের পরও তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন 'ধূমকেতু'তে, যা এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

শুটিং সেটে আয়ুষ্মান-সারার ঝগড়া, মারামারিতে জড়ালেন কলাকুশলীরাও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে বহুল আলোচিত সিনেমা 'পতি পত্নী অউর ওহ'-এর সিক্যুয়েলের শুটিং সেটে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। নির্মাতা প্রয়াগরাজ পরিচালিত এই ছবির শুটিং চলাকালে নায়ক আয়ুষ্মান খুরানা ও অভিনেত্রী সারা আলি খানকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

প্রথম ভিডিওতে দেখা যায়, শুটিং দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। সেখানে পরিচালক ও কয়েকজন কলাকুশলীর সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হাতাহাতি, কলার ধরা, এমনকি চুল টানা–হেঁচড়ার ঘটনাও ঘটে। উত্তেজনা সামাল দিতে এগিয়ে আসেন স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা ও উপস্থিত কিছু মানুষ।

অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গাড়ির ভেতরে বসা অবস্থায় আয়ুষ্মান খুরানা ও সারা আলি খানের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। রাগান্বিত ভঙ্গিতে সারাকে জবাব দেন আয়ুষ্মান, আর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে যান সারা। তবে এটি আসল ঝগড়া নাকি সিনেমার কোনো দৃশ্য—তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

এই ছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান ও ওয়ামিকা গাব্বি। তবে শুটিং সেটের বিশৃঙ্খলা নিয়ে এখনো নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রিমিয়ার লিগ জিতবে কোন দল? বললেন এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র তিন লিগ ম্যাচ শেষ, এখনই প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাজয়ী দল নির্ধারণের সুযোগ নেই। তবে অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণী করায় তো ক্ষতি নেই। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী যদি করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, তবে সেটি নিঃসন্দেহে বিশেষ কিছু হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি জার্মান পত্রিকা বিল্ড-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমবাপ্পে শিরোপা দৌড়ে নিজের পছন্দের দলের নাম প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল দুর্দান্ত সূচনা করেছে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। লিগে টানা তিন ম্যাচে জয়, সর্বশেষ আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্সেনালের বিপক্ষে। এমন দলকে উপেক্ষা করা কঠিন। এমবাপ্পেও লিভারপুলকে রেখেছেন তার তালিকায়। তবে এখানেই শেষ নয়—ফরাসি তারকা আরও দুটি দলের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে একটি দলকে তিনি শিরোপার জন্য নিজের ফেবারিট হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

এমবাপ্পে বলেন, 'আমার আর্সেনাল নিয়েও অনেক আশা আছে। কারণ, দলের মূল খেলোয়াড়েরা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে খেলছে। ফুটবলে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া পেপ গার্দিওলা আর আর্লিং হলান্ডকে নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিও সব সময় শিরোপার দৌড়ে থাকে।'

কোনো নির্দিষ্ট দলকে ফেবারিট হিসেবে বেছে নিতে বললে এমবাপ্পে জানান, 'কঠিন প্রশ্ন। হয়তো আর্সেনাল, হতে পারে এটাই তাদের বছর। সিটি বা লিভারপুলের নাম বলা অবশ্য সহজ ব্যাপার।'

গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের বিপক্ষে মুখোমুখি হয়েছিল এমবাপ্পের রিয়াল মাদ্রিদ। সেই স্মৃতি এখনো টাটকা। এমিরেটসে প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জেতার পর বার্নাব্যুতে আর্সেনাল জেতে ২-১ ব্যবধানে। তবে নিজের ফেবারিট বেছে নিতে গিয়ে সেই তিক্ত স্বাদের কথা হয়তো মনে রাখেননি এই ফরোয়ার্ড।

এ সময় চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করে এমবাপ্পে বলেন, 'আমি সব সময় রিয়াল মাদ্রিদের নাম বলি। তবে ইউরোপে অনেক ভালো দল আছে। গত বছর নতুন ফরম্যাটে দারুণ কিছু প্রতিযোগিতা ছিল। এ বছর আরও জমজমাট হবে। শেষ পর্যন্ত কে জিতবে, তা দেখার অপেক্ষায় থাকব।'

মেরিনোর হ্যাটট্রিকে তুরস্ককে উড়িয়ে দিল স্পেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে তুরস্ককে নিয়ে যেন ছেলেখেলাই করল স্পেন। মিকেল মেরিনোর হ্যাটট্রিক, পেদ্রির জোড়া গোল ও ফেররান তরেসের এক গোলে ৬-০ ব্যবধানে জিতল ২০১০ সালের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা।

রবিবার রাতে তুরস্কের মাঠে খেলতে গিয়ে বিশাল এই জয় নিয়ে ফিরেছে স্পেন। পুরো ম্যাচে দাপুটে ফুটবল খেলে স্বাগতিকদের পাত্তাই দেয়নি লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ম্যাচে বল দখলের লড়াইয়ে দুই দল কাছাকাছি থাকলেও, স্পেনের আক্রমণের সামনে পুরোপুরি পরাস্ত হয় তুরস্ক। ম্যাচ জুড়ে গোলের ২১টি শট করে স্প্যানিশরা। এর মধ্যে ১২টিই ছিল লক্ষ্য বরাবর। যার অর্ধেক প্রবেশ করে জালে।

ষষ্ঠ মিনিটে নিকো উইলিয়ামসের কাছ থেকে পাস পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে বল জালে জড়ান পেদ্রি। এরপর চলতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। ২২ মিনিটে চমৎকার এক গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেরিনো। প্রথমার্ধের শেষ দিকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন ২৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৫৩ মিনিটে তুরস্কের জালে গোলের হালি পূর্ণ করেন তরেস। এর ৪ মিনিট পর আবার গোল করেন মেরিনো, পূর্ণ হয় তার হ্যাটট্রিক। ম্যাচের ৬২ মিনিটে তুরস্কের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন পেদ্রি।

বাছাইয়ে 'ই' গ্রুপে দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন টেবিলের শীর্ষে স্পেন। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে তুরস্ক।

লজ্জার হারের পর জরিমানার কবলে দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মরার ওপর খাঁড়ার ঘা বুঝি একেই বলে! ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে রেকর্ড ব্যবধানে হারের পর শাস্তিও পেতে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। মন্থর ওভার রেটের কারণে দলটির ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

আইসিসি সোমবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শাস্তির কথা জানায়। বলা হয়, সাউথ্যাম্পটনে রোববারের ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে এক ওভার কম করেছে তারা। আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে প্রতি এক ওভার কম করার জন্য ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়।

অপরাধ স্বীকার করে ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথের দেওয়া শাস্তি মেনে নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। তাই আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

ম্যাচটিতে ইংল্যান্ডের ৪১৪ রানের জবাবে স্রেফ ৭২ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সংস্করণে যা তাদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। আর তাদের ৩৪২ রানের হার ওয়ানডে ইতিহাসে রানের হিসেবে কোনো দলের সবচেয়ে বড় পরাজয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ জয় নিশ্চিত করে অবশ্য প্রথম দুই ম্যাচ জিতে। ২৭ বছর পর ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে সিরিজ জয় এটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR